গাংনীতে আমগাছ থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

গাংনীতে আম গাছ থেকে পড়ে হাসিবুল ইসলাম (১৬) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ বুধবার (২৭ জুলাই) সকাল ১১ টায় উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের হিন্দা গ্রামে আম গাছের শুকনা ডাল কাটতে গিয়ে এ ঘটনা ঘটে। নিহত হাসিবুল ইসলাম হিন্দা গ্রামের শহীদ উদ্দিনের ছেলে।

নিহতের স্বজনরা জানিয়েছেন, বাড়ির পাশে একটি আম গাছে উঠে শুকনো ডাল কাটার সময় অসাবধানতাবশত গাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়।

আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

গাংনী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক লায়লা আফরোজ জানান, হাসিবুল ইসলামকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আনা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

গাংনী থানায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত লাশ রাখা ঘরের উদ্বোধন

গাংনী থানায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত লাশ রাখা ঘরের উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এ ঘরের উদ্বোধন করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম, গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী

লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন,উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম মিয়া, আওয়ামী লগি নেতা মনিরুজ্জামান আতু প্রমুখ সহ বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের নিজ অর্থায়নে গাংনী থানা পরিষদ চত্তরে মরদেহ রাখার শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর নির্মাণ করে দেন।

গাংনীতে প্রকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ঢেউটিন বিতরণ

মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের বিশেষ বরাদ্দের ঢেউটিন প্রকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে ঢেউটিন বিতরণ করা হয়েছে।
আজ সোমবার (২৪ জুলাই) বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঢেউটিন বিতরণ করা হয়।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার (পিআইও) নিরাঞ্জন চক্রবর্তির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢেউটিন বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু, সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতুসহ

অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে , জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন চলতি অর্থ বছরে দূর্যোগ মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ বরাদ্দে ২০০ বান্ডিল ঢেউটিন পান। এর আগে ২৭ বান বিতরণ করা হয়েছে। বাকি ১৭৬ বান ঢেউটিন আজ সোমবার বিতরণ করা হয়। এসময় তাদের হাতে ৩ হাজার টাকার চেকও তুলে দেওয়া হয়

“আমার চোখে বঙ্গবন্ধু ” ভিডিও চিত্র নির্মাণ প্রতিযোগীতার প্রস্তুতি সভা

১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের রাজনৈতিক দর্শন , আদর্শ , কর্মজীবনের অনুপ্রেরণা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে ও তাদের অংশগ্রহনে জেলা বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে “আমার চোখে বঙ্গবন্ধু ” বিষয়ে ১ মিনিটের ভিডিও চিত্র তৈরীর প্রতিযোগীতার প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৬ জুলাই) সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে এই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লিওজা উল জান্নাহ , মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক , গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু , মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্বাছ উদ্দীন , জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভূপেশ রঞ্জন রায় , জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন , মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) পল্লব ভট্টাচার্য , বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষনা পরিষদের

জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন প্রমুখ। প্রস্তুতি সভায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা এবং উপজেলার স্কুল কলেজ ও তদুর্ধ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ৩ টি গ্রুপে (ক)প্রাথমিক বা সমপর্যায়ে(খ) মাধ্যমিক বা সমপর্যায়ে ও (গ) উচ্চ মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ে।
ভিডিওটি প্রস্তুত করে মেইল/ পেন ড্রাইভ/ড্রাইভ বা লিংকের মাধ্যমে আগামি ১৬ জুলাই এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বরাবর জমা দিতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে তিন জন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হবে। সেখান থেকে জেলা পর্যায়ে যাবে একজন প্রতিযোগী। জেলা পর্যায়ে থেকে একজন নির্বাচিত হয়ে যাবে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগীতার জন্য।

গাংনীতে নবনির্বাচিত ইউপি সদস্য’র শপথগ্রহণ

গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউপির ২ নং ওয়ার্ডের নব-নির্বাচিত মেম্বার (সদস্য) পলিয়ারা খাতুনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (৫ জুলাই) সকাল ১০টার সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু শপথ বাক্য পাঠ করান।

এসময় মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের ১,২,৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য লাভলী খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য,মটমুড়া ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বার আব্দুস সোবহান হলুদ সিদ্ধ করা গরম পানিতে পড়ে ঝলসে যায়। একদিন পর ঢাকা শেখ

হাসিনা বার্ণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। মারা যাওয়ার পর এই পদের উপ-নির্বাচনে তার স্ত্রী পলিয়ারা খাতুন জয়লাভ করেন।

মেহেরপুর জেলা কারাগার পরিদর্শন করলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

মেহেরপুর জেলা কারাগার পরিদর্শন করলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম। এসময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞ অতি: জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লিউজা উল জান্নাহ।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কারাগারে পৌঁছলে ভারপ্রাপ্ত জেল সুপার জিএম আক্তারুজ্জামান তাকে স্বাগত জানান এবং কারারক্ষীদের একটি চৌকষ দল অনার গার্ড সালামী প্রদান করেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিভিন্ন ওয়ার্ড, কারা হাসপাতাল, রন্ধনশালা, ভিজিটরদের অপেক্ষাগার পরিদর্শন করেন ও বন্দীদের সাথে কথা বলেন।

তিনি কারাবন্দীদের জন্য আন্ত:ওয়ার্ড খেলাধুলা আয়োজন, ভালমানের খাবার পরিবেশন, তাদের নিয়মিত নৈতিক শিক্ষা প্রদান ও বিকল্প আয় বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য জেল সুপারকে নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিশেষে পরিদর্শন বইয়ে পরিদর্শন নোট লিখেন ও স্বাক্ষর করেন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় শোবার ঘরে মিলল গোখরা সাপের ২০ বাচ্চা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় চায়ের দোকানদার মুকুল হোসেনের শোবার ঘর থেকে গোখরা সাপের ২০টি জ্যান্ত বাচ্চা উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার (৩ জুলাই) সকালে শৈলকুপা পৌরসভার মালিপাড়া থেকে মাটি খুঁড়ে একে একে সাপের বাচ্চাগুলো বের করে আনা হয়।

স্থানীয় ব্যক্তি চঞ্চল মাহমুদ জানান, খবর পেয়ে মুকুল হোসেনের বাড়িতে যাই। গিয়ে দেখি, মুকুলের টিন দিয়ে বানানো ও মেঝে মাটি দিয়ে তৈরি ঘর খনন চলছে। আর একে একে বের হচ্চে জ্যান্ত সব সাপের বাচ্চা।

চা দোকানি মুকুল হোসেন জানান, বেশ কয়েকদিন ধরে মাঝে-মধ্যে বাড়ির মেয়েরা সাপের বাচ্চা দেখতে পায়। এখানে সেখানে কিল-বিল করে বেড়ায় বাচ্চাগুলো। আবার খুব দ্রুতই কোথায় যেন হারিয়ে যায়। পর পর কয়েকবার এমন ঘটনা ঘটলে আমাদের সন্দেহ হয়। এরপর আজ সকালে থেকেই ঘরের দুই পাশের টিন খুলে মাটির মেঝে খুড়তে শুরু করি। একপর্যায়ে সাপের বাচ্চা বের হতে থাকে। তারপর শেষ পর্যন্ত ২০টি জ্যান্ত বাচ্চা পাওয়া যায়। তবে বড় কোনো সাপ পাওয়া যায়নি। এগুলোকে একটি প্লাস্টিকের বয়মে ভরে রাখা হয়েছে। পরে এলাকার ওঝা চিত্ত দাশকে খবর দেওয়া হয়। তিনি এসে জানান, এগুলো গোখরা সাপের বাচ্চা। যা খুবই বিষধর সাপ।

ওঝা চিত্ত দাশ জানান, এগুলো গোখরো সাপের বাচ্চা। বয়স কমপক্ষে ১০ দিনের মতো হবে। এগুলো আমরা এখন নিয়ে যাবো। তবে যেহেতু এদের মাকে পাওয়া যায়নি এবং বাচ্চাগুলোও খুব ছোট সেকারণে বেশিরভাগই মারা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েকটা বাচ্চা বেশ বড় এরা বাঁচতে পারে। তবে মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে এগুলো যেখানে সেখানে ছাড়া যাবে না। আর আমাদের এখানে এদের ছেড়ে দেওয়ার মতো কোনো জায়গাও নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি: প্রসঙ্গ বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন
মজিবর রহমান

একটি বিষয় বাংলাদেশে বেশ জোরেশোরেই আলোচনা হচ্ছে। সেটা হলো বাংলাদেশের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি। আমি ভেবেছিলাম এটা কেবল শহুরে শিক্ষিত মানুষের আলোচনার বিষয়। বিশেষ করে রাজনীতি সচেতন মানুষজন এসব নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু আমার ধারণা ভূল প্রমাণ করলেন গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ। কয়েকদিন আগে গ্রামের একটা চা স্টলে বসেছিলাম চা পানের জন্য। আমার সমবয়সী একজন আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন- আমেরিকার ভিসাানীতি কী পারবে বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে? আমি নিজে যে জবাবটা জানি অথবা যে জবাবটা দিতাম সেটা না দিয়ে উল্টো তাকেই জিজ্ঞেস করলাম তোমার কী মনে হয়? তিনি কোন ভাবনা চিন্তা ছাড়াই দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন- পারবে। আমি বিস্ময়ভরা দৃষ্টে তার দিকে তালকালাম। আমি কিছু বলার আগেই তিনি বলতে লাগলেন সরকারি এবং বিরোধীদলগুলোর বড় বড় নেতাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে একটা ভালো নির্বাচন না করে তাদের কোন উপায় নেই। আবার তাকে প্রশ্ন করলাম উপায় নেই মানে কী? জবাবে তিনি যা বললেন তাতে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠলো। সে বললো- স্বার্থ। নিজেদের স্বার্থে সরকারি এবং বিরোধীদলগুলো একটা ভালো নির্বাচনের দিকে এগুবে। না হলো তো তাদের স্বপ্নের দেশের দরজা বন্ধ হযে যেতে পারে। ঘুষ-দূর্নীতি করে কামানো টাকার নিরাপত্তা ও সে টাকা দিয়ে ভোগ-বিলাস করবে কোথায়? তাছাড়া প্রয়োজনে পালানোর পথটাও তো পরিস্কার থাকা চাই। গ্রামের একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের এরকম বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। হতে পারে হাজারো মানুষের চিন্তার প্রতিফলন এটা। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি আমরা কী এরকম রাজনীতি কিংবা রাজনীতিবিদ চেয়েছিলাম? যাদের ওপর জনগণ আস্থা রাখতে কিংবা বিশ^◌াস করতে পারছে না। অথচ এই সাধারণ মানুষই তো একদিন রাজনীতিবিদদের কথায়, তাঁদের ওপর আস্থা ও

পোড়াওয়ের রাজনীতি করতে পারবেন না। আর করলেই সুষ্ঠ অবাধ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়েছে মর্মে ভিসানীতির খড়গ তাদের ওপর পড়তে পারে। সরকারিদলের নেতারা মনে করছেন এতে তারা সুবিধা পেতে পারেন। আবার বিরোধী শিবির বলছেন এটা সরকার ও সরকারিদলকে চাপে ফেলবে। একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেয়া ছাড়া তাদের কোন পথ খোলা নেই। বিরোধীদের প্রতি কঠোর অবস্থান নেয়া মানে একটা অস্থীতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হওয়া। যা সবার গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচনের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর তা হলেই নতুন ভিসানীতির মারপ্যাঁচে পড়ে যেতে পারেন।
তাদের এ ধরনের বক্তব্য জনগণকে আশাবাদী করে তুলছে নিশ্চয়ই? নতুন ভিসানীতির খড়গ যেন নিজেদের ওপর না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে গিয়ে উভয় পক্ষই নমনীয় আচরণ করবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে উভয় শিবির নিজেদের জন্য, নিজেদের স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের দরজা খোলা রাখার স্বার্থে ভিন্নভাবে হলেও একটা ঐক্যমত্যে পৌঁছে অবাধ, সুষ্ঠ ও সবার গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের দরজা খোলা রাখার জন্য হলেও জনগণের চাওয়া অনুযায়ী যদি একটা ভালো নির্বাচন হয়, যদি জনগণ তাদের নিজেদের ভোটাধিকার ফিরে পায় তাহলে সেটাই বা মন্দ কী?

মুজিবনগরে রসনা বিলাশ বাঙালির আম ও চিড়া উৎসব

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিয়ে মধু মাসে বাঙালির ঐতিহ্য রসনা তৃপ্তির প্রধান উপকরণ আম ও চিড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শনিবার (৩ জুন) সকাল ১০ টার দিকে কেদারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আনন্দঘন উৎসবমুখর পরিবেশে এই আম ও চিড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নাসরিন খাতুন এর সভাপতিত্বে আম উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের

সহধর্মিনী বিপাশা বিশ্বাস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, কেদারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটুসহ স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ।
আম উৎসবে শুরুতেই অতিথিবৃন্দকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান স্কুলের শিক্ষার্থীরা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আম উৎসব।
আম উৎসবে মেহেরপুর ও মুজিবনগরের সেই বিখ্যাত গাছ পাকা হিমসাগর আম, চিড়া, দই এবং মিষ্টি দিয়ে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে আপ্যায়ন করা হয় অতিথিবৃন্দ ও স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের।

মেহেরপুরে বইছে মাঝারী তাপপ্রবাহ / জনজীবনে নাভিশ্বাস

গত কয়েক দিন মেহেরপুরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মাঝারি তাপদাহ। তাপমাত্রা ওঠানামা করছে ৩৬ ডিগ্রি থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। সকাল থেকেই সুর্য তাপ ছাড়াচ্ছে এবং বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে তাপমাত্রাও। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে রোদের তীব্রতা। রোদের এতটাই তেজ যে, ঘরের বাইরে পা ফেলা দায়। নাভিশ্বাস উঠেছে জনজীবনে।

তাপদাহের সঙ্গে অনুভূত হচ্ছে ভ্যাপসা গরম। পথে বের হলেই রোদের তেজ শরীর পুড়িয়ে দিচ্ছে। এতে জনজীবনে হাঁসফাঁস অবস্থা।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার সময় এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আদ্রতা ৪৯ শতাংশ।
এদিকে, টানা কয়েকদিন ধরে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রয়েছে চুয়াডাঙ্গায় ও মেহেরপুরে। বুধবার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, এমন গরম চলবে অন্তত এক সপ্তাহ। সাতদিন পরে তাপপ্রবাহ কমলেও বৃষ্টির দেখা পেতে অপেক্ষা করতে হবে